

রামকৃষ্ণ কথা

মন স্থির না হলে যোগ হয় না । সংসাররূপ হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে । ঐ দীপটি যদি আদপে না নড়ে, তা হ'লে ঠিকি যোগের অবস্থা হয়ে যায় । কামনীকাঞ্ছনাই যোগের ব্যাঘাত । বস্তু বচার করবে । মানুষের শরীরে কি আছে ----
-----রক্ত মাংস, চর্বি- নাড়িভিড়ি, কৃমি, মূত, বস্টি এইসব । সেই শরীরের উপর আপন ভাবনা কনে ?

যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল -ফ্যাল । দখেলই বুঝা যায় । যমেন পাখি ডিমি তা দিচ্ছে-- সব মনটি ডিমিরে দকি ; উপরে নামমাত্র চয়ে আছে ।

.....সূত্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত - শ্রীম'কথতি ।

*

ঈশ্বরের প্রতীক রূপ মন চাই?

যমেন সতীর পততি, কৃপনের ধনতে, বিষয়ীর বিষয়ে - - এরূপ টান যখন ভগবানের প্রতীহয়, তখন ভগবান লাভ হয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে আবদার কর। তিনি অবশ্যই দেখা দবেনে। তাঁর জন্ম কাঁদতে পারলে দর্শন হয়, সমাধি হয়। কাঁদলে কুম্ভক আপন হি হয়. - - তারপর আপন হি হয়. সমাধি -----শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়, আর ভোগ থাকলেই জ্বালা বাড়বে।" উনি দিনরাত হামাদরে এই কথা শখিতনে, বলতনে, "যাগে-যোগে জগে থাকবি, ঘুমরে কালে তাঁকে ডাকবি, কাজরে মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর সবেয. লাগবি।"

" ব্রহ্ম কি জিনিস -- মুখে বলা যায় না । একজন বলছেলি --- সব উচ্ছ্বিট হয়েছে, কেবেল ব্রহ্ম উচ্ছ্বিট হন নাই । এর মানে এই যে বদে, পুরাণ, তন্ত্র, আর শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছ্বিট হয়েছে বলা যতে পারে , কন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কটে এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই । তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছ্বিট হন নাই !

আর সচ্চিদানন্দরে সঙগে ক্রীড়া , রমণ -----'যে কি আনন্দরে তা মুখে বলা যায় না । যার হয়েছে সে জানে ।

সূত্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে সংকলতি ।
